Punctuality@

সময়ানুবর্তিতা

কেনিয়ার কামিনী ব্যাঙ্কের প্রধান শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার শ্রী এইচ.বি. ভাটিয়া চিন্তা করছিলেন কীভাবে তাঁর শাখার কর্মীদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা ফিরিয়ে আনা যায় (কুমার, ১৯৮৪)। ব্যাঙ্কটির অধিকাংশ কর্মীই বিভিন্ন সময়ে বারবার কাজ ছেড়ে বাইরে যাচ্ছিলেন। ফলে ব্যাঙ্কের কাজ সময়মত শেষ করা হচ্ছিল না। এর উপরে সেই অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার জন্য কর্মীদের ওভারটাইম দিতে হচ্ছিল।

কেনিয়ার অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিতে – কেবল 'ভারত ব্যাঙ্ক' ছাড়া, যা কেনিয়ায় আরও একটি ভারতীয় ব্যাঙ্কের শাখা – এই সমস্যা ছিল না। অন্যান্য স্থানীয় এবং ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলি তাদের কর্মীদের উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করেছিল। কর্মীদের উপস্থিতির সমস্যার শুরুতে শ্রী ভাটিয়া তাঁর কর্মীদের সময়ানুবর্তী হওয়ার জন্য ভালভাবে বুঝিয়ে রাজি করানোর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বেশ কয়েকবার তাদের এই বিষয়ে উপদেশও দিয়েছিলেন। তবে, এর কোনোটিই সমস্যার সমাধান করে নি। এই পদ্ধতিগুলো ব্যর্থ হওয়ার পর, তিনি অবশেষে নিয়মভঙ্গকারী কর্মীদের শাস্তি দেওয়ার পথ বেছে নিলেন। এর ফলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটলেও, তা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছাতে পারেনি। ভাটিয়া আরও বুঝলেন যে, এই শাস্তি বেশিদিন চললে ভবিষ্যতে আরও গুরুতর কোনো সমস্যা হতে পারে। তাই তিনি পরিস্থিতিটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে সমস্যার মূল কারণটি চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কর্মীদের এই কাজে ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাসগুলো অনুসন্ধানে করতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন যে এই অননুমোদিত 'ছুটি' বা কর্মবিরতির সময় মূলত ব্যক্তিগত কাজ করত, যার মধ্যে ছিল কেনাকাটা, ব্যক্তিগত টুকিটাকি কাজ সারা, বন্ধুদের সাথে দেখা করা, কফি খেতে যাওয়া ইত্যাদি। ধরা পড়লে কর্মীরা সাধারণত এই কৈফিয়ত দিতেন যে, তাঁরা এক কাপ কফি খেতে বাইরে গিয়েছিলেন। ভাটিয়া লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর ব্যাঙ্কের শাখার ভেতরে কর্মীদের জন্য কোনো ক্যান্টিন নেই এবং এমন কোনো জায়গাও নেই যেখানে এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা আছে। অথচ ব্রিটিশ এবং অন্যান্য স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলোতে এই বিষয়ে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ছিল।

তিনি তাঁর ব্যাঙ্কে একটি স্বয়ংক্রিয় কফি ভেন্ডিং মেশিন বসালেন। কিন্তু সেই উদ্যোগ সফল হলো না, কারণ কর্মীরা অভিযোগ করলেন যে, মেশিনের কফির মান মোটেও সন্তোষজনক নয়। তাঁরা এর প্রতিবাদ জানালেন এবং মেশিনটি ব্যবহার করা বন্ধ করে দিলেন।

ভাটিয়া আরও লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর ব্যাঙ্কের শাখার হাজিরা খাতায় (muster roll) এমন কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি যার মাধ্যমে কোনো কর্মী ব্যাঙ্কের বাইরে গেলে তাঁর অনুপস্থিতির সময়টি রেকর্ড করা যায়। এর ফলে কোনো কর্মীর অনুপস্থিতির সময় সম্পর্কে জানা কিংবা তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি মূল ফটকে 'ইন ও আউট' ট্রে-সহ একটি 'টাইম ঘড়ি' স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। কর্মীদের বলা হলো তারা যেন তাদের ব্যাঙ্কে ঢোকা, বেরিয়ে যাওয়া

এবং অনুপস্থিতির সময় লেখার জন্য হাজিরা কার্ড ব্যবহার করেন। ব্যাঙ্কের কাজে বাইরে গেলে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা তত্ত্বাবধায়কের লিখিত অনুমতি নিতে বলা হয়।

এই বিষয়টি ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা তাদের ইউনিয়নের নজরে আনে। শুরুতে এই পদ্ধতি চালু করায় কিছুটা বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল। তবে ভাটিয়া তাঁদের বুঝিয়ে বলেন যে, এটি কর্মচারীদের উপস্থিতি নথিবদ্ধ করার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং এতে কোনো প্রকার কারচুপি করা সম্ভব নয়। কাকতালীয়ভাবে, ঠিক সেই সময়েই অসততা ও প্রতারণার জন্য তিনজন ব্যাঙ্ক কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। তাঁরা হাজিরা খাতায় (মাস্টার রোল) নিজেদের বাড়ি যাওয়ার সময়টি বদলে দিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা অতিরিক্ত সময় কাজ করা দেখিয়ে ওভারটাইম দাবি করতে পারেন। তাঁরা আসলে সেই সময় কোনো কাজই করেননি। ভাটিয়া মাঝেমধ্যে হঠাৎ এবং শাখায় কাউকে বিন্দুমাত্র আভাস না দিয়ে, গভীর রাতে শাখায় আসতেন এবং হাজিরা খাতার ফটোকপি নিতেন। সেই ফটোকপিগুলোর মাধ্যমেই এই তিনজন কর্মীদের জালিয়াতি প্রমাণ করা হয়।

ভাটিয়া ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের বোঝালেন যে, "টাইম ঘড়ি" প্রবর্তনের ফলে কর্মীদের সময়-সংক্রান্ত তথ্য পরিবর্তন করার যে প্রলোভন থাকে, তা দূর হবে। আর এ কারণেই এটি কর্মীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সুফল দেবে। ইউনিয়নের নেতারা ভাটিয়ার যুক্তি প্রায় মেনে নিয়েছিলেন, যদিও তাঁরা তখনও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেননি।

তবে এই পর্যায়ে ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক ম্যানেজার (Regional Manager) যখন ইউনিয়নের সভাপতির কাছ থেকে ভাটিয়ার প্রস্তাবিত টাইম ঘড়ি ব্যবস্থাটি সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনি ভাটিয়াকে বললেন যেহেতু কেনিয়ার অন্য কোনো ব্যাঙ্ক এখন পর্যন্ত এই পদ্ধতি গ্রহণ করেনি, তাই তাঁকে তাঁর টাইম ঘড়ির প্রস্তাবটি কেনিয়া ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিবকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিবের কাছে যাওয়ার সেই প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি পুরোনো ব্রিটিশ ঐতিহ্যে বিশ্বাস করতেন। তাই কেনিয়ার ব্যাঙ্কে 'টাইম ঘড়ি' বা সময়-নির্ণায়ক যন্ত্র চালু করার প্রস্তাবটি শুনে তিনি রীতিমতো হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এতে আপত্তির কিছু নেই, বরং বড় বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ অফিসেই এই ব্যবস্থা চালু আছে, ভাটিয়ার এমন যুক্তি দিয়ে তাঁকে বোঝানোর যাবতীয় প্রচেষ্টা বিফল হলো। সচিবের অমতের বিন্দুমাত্র নড়চড় হলো না। ভাটিয়া যখন অন্যান্য ব্যাঙ্কারদের সাথে আলাদাভাবে যোগাযোগ করলেন, তখন তাঁরাও তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে মত দিলেন না। একা এগিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক হয়ে, আঞ্চলিক ম্যানেজার ভাটিয়াকে তাঁর পরিকল্পনাটি আপাতত স্থগিত রাখা পরামর্শ দিলেন।

সেই ঘটনার ৩০ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও, শ্রী ভাটিয়া আজও তাঁর বন্ধুদের কাছে সেই গল্পটি শোনান, আর মনে মনে কেবলই ভাবেন, ঠিক কোন জায়গায় গিয়ে তাঁর ভুল হয়েছিল!